The Bangladesh Times
দৈনিক বাংলা
ইত্তেফাক
ইত্তেফাক ইত্তেফাক

তারিখ 21/7/79
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি

(১ম পৃঃ পর)

(নগর শুল্ক ব্যতীত) ৯ টাকা ৪৫ পয়সার স্থলে ১১ টাকা ৯১ পয়সা করা হইয়াছে। হাণ্ড্রেড অকটেন জ্বালানির দাম টাকায় প্রতি গ্যালন ২২ টাকা ৫৬ পয়সার স্থলে ২৭ টাকা ৭৪ পয়সা করা হইয়াছে। বিমান জ্বালানির এক্স ডিপো দাম প্রতি গ্যালন ১২ টাকা ৪৫ পয়সার স্থলে ১৪ টাকা ৩২ পয়সা, জুট ব্যাচিং তেল ৯ টাকা ৫৫ পয়সার স্থলে ১১ টাকা ৭২ পয়সা, লাইট ডিজেল ৯ টাকা ৫৩ পয়সার স্থলে ১০ টাকা ৯২ পয়সা এবং ফার্ণেস্ড অয়েল ৫ টাকা ২৫ পয়সার স্থলে ৬ টাকা ৬৩ পয়সা নির্ধারণ করা হইয়াছে।

চেয়ারম্যান জানান, মূল্য বৃদ্ধি করা হইলেও সরকারের নির্দেশে নির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্প ইউনিটে ফার্ণেসড অয়েল সাবসিডিতে সরবরাহ করা হইবে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে আগেই মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিলেও দেশের অর্থনৈতিক কথা বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধি করা হয় নাই এবং ইহার সহিত কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক নাই।

সীমান্ত পথে তেল ও জ্বালানির চোরাচালান ঘটিতেছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে জনাব হাসান আহমদ বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলিতে পারি না। তবে দেশের অভ্যন্তরে তেল ও জ্বালানির চাহিদা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করার পরও তেল সংকটের কথা বলা হইতেছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনিবার্যভাবেই পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। তবে এই মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বড় রকম কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে না বলিয়া আমি মনে করি।

জনাব হাসান বলেন, চলতি বৎসরে দেশে সাড়ে ১৪ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হইয়াছে। সাড়ে ১৪ লক্ষ গ্যালনের আমদানী মূল্য পড়িবে ২ শত ৮০ কোটি টাকা। ৭৭-৭৮ সালে ১ শত ৮২ কোটি টাকায় ১১ লক্ষ গ্যালন এবং ৭৮-৭৯ সালে ২ শত ৭ কোটি টাকায় সাড়ে ১০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানী করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, গত জানুয়ারীতে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনকে গত তিন মাসে ৭ কোটি টাকা লোকসান গণিতে হইয়াছে।